আমি তো তাহলে রেকর্ডম্যান: আনচেলত্তি

চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপার স্বাদ নতুন কিছু নয় আনচেলত্তির কাছে। গত রাতের ফাইনালের আগে তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগে জিতেছেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদেও এটি তার প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ নয়।

এত সব অর্জনের পরেও শনিবারের জয়টি আনচেলত্তির কাছে অনন্য। বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি।

প্যারিসে শনিবার রাতে লিভারপুলকে ১-০ হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ১৪তম শিরোপা জয়ের রাতটা কার্লো আনচেলত্তির কাছে বিশেষ হয়ে থাকবে সব সময়।

এর অন্যতম কারণ এ শিরোপা জয়ের পর চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে চারবার শিরোপা জেতা একমাত্র কোচ হয়ে গেলেন তিনি। ৬২ বছর বয়সি এই ইতালিয়ান কোচের এই কীর্তি আর কারো নেই।

দ্বিতীয় ম্যাচে পুরোটা সময়ই চাপে ছিল তার দল। সালাহ-মানেদের একের পর আক্রমণ সফল হলে কত গোল যে হজম করতে হতো তা বলাই বাহুল্য। রিয়ালের বেলজিয়ান গোলরক্ষক থিবো কর্তোয়ার অতিমানবীয় পারফর্মেন্সে একবারও জালের দেখা পায়নি লিভারপুল।

যে কারণে গোটা ম্যাচে স্বস্তিতে ছিলেন না আনচেত্তলি। ডাগআউটে বসে সর্বক্ষণ স্নায়ুর চাপ কমাতে চুইংগাম চিবিয়ে গেছেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিউস জুনিয়রের গোলের পরও উদ্বিগ্নই দেখা গেছে তাকে। শেষের বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত হাসি দেখা যায়নি বেনজেমাদের গুরুর মুখে। সব মিলিয়ে জয়টাকে অবিশ্বাস্যই ঠেকেছে আনচেত্তলির কাছে। জয়ের পর পরই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আনচেত্তলি বললেন, ‘আমি তো তাহলে রেকর্ডম্যান!’

এ ইতালীয় ফুটবল ম্যানেজার বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কঠিন একটা ম্যাচ ছিল। প্রথমার্ধে আমরা ভুগেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত (আমরা জিতেছি)…এবারে যে ম্যাচগুলো আমরা খেলেছি, আমি মনে করি, এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার যোগ্য আমরা। আমরা খুব খুশি। আর কি-ই বা বলতে পারি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। আমি মনে করি,

আসলেই কঠিন সব ম্যাচ পার করে এসেছি আমরা। আগের ম্যাচে সমর্থকরা আমাদের খুবই সাহায্য করেছিল; আজ রাতেও তারা সাহায্য করেছে। আমরা খুশি এবং তারাও খুশি।’

জিদান-পেইজলিকে ছাপিয়ে নিজের ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়ার বিষয়ে আনচেত্তলি বলেন, ‘আমি একজন রেকর্ড গড়া মানুষ। গত বছর এই দলে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার এবং দারুণ একটা মৌসুম কাটালাম। রিয়াল চমৎকার একটি ক্লাব এবং আসলেই অনেক মানসম্পন্ন এবং শক্ত মানসিকতার খেলোয়াড় দিয়ে গড়া একটি দল।’

মুমিনুলের ফর্ম ও অধিনায়কত্ব নিয়ে যা বললেন পাপন

শ্রীলংকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্ট ১০ উইকেটে শোচনীয় হারের হতাশায় গ্যালারির দর্শকরা বেরিয়ে গেলেও সাংবাদিকরা ছিলেন অধীর অপেক্ষায়।

কারণ কথা বলবেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। অবশেষে প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পর এলেন তিনি। খেলোয়াড়দের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা নিয়ে এদিন বাংলাদেশ দলের কোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিসিবি সভাপতি। যদিও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল অধিনায়ক মুমিনুল হকের ফর্ম ও অধিনায়কত্ব।

মুমিনুলকে নিয়ে কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে কিনা বোর্ড—সে বিষয়ে জানার কৌতুহল ছিল সাংবাদিকদের।

এ বিষয়ে বিসিবি সভাপতি জানালেন, না, এখনই কড়া কোনো সিদ্ধান্ত নয়। অধিনায়কত্ব পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা নেই আপাতত। তবে মুমিনুলের ব্যাটিংয়ের সমস্যা নিয়েই যত ভাবনা।

নাজমুল হোসেন পাপন বলেন, ‘মুমিনুলের নেতৃত্ব নিয়ে যে আমরা খুব বেশি চিন্তিত, তা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে ওর ব্যাটিং নিয়ে, রান পাচ্ছে না। এটা চিন্তার ব্যাপার। অধিনায়ক যখন পারফর্ম করে না, তখন সে কতটা চাপে থাকে, ভেবে দেখুন। মানসিক চাপটা কী। আমরা এখন

এটাই আশা করতে পারি যে, ও শিগগিরই রানে ফিরবে।’

বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে মুমিনুলের সঙ্গে কথাও হয়েছে বলে জানালেন পাপন। বললেন, ‘আজ ওর সঙ্গে একটু হালকা আলোচনায় বসেছি। সামনে আরও বসব, কাল-পরশু ওর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসব। দেখি আলোচনা করে ও কী মনে করে। আমরা ওর সমস্যা খুঁজে বের করব। আমরা এখন শুধু আশা করতে পারি যে ও তাড়াতাড়ি রানে ফিরুক।’

উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় ধরে অফফর্মে মুমিনুল। শ্রীলংকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। আগের ইনিংসে করেন মাত্র ৯ রান। ফলে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে তার সংগ্রহ দাঁড়াল ৭৪, যার গড় মাত্র ৮.২।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন মুমিনুল। এরপরই বাংলাদেশ দলপতির বাজে ফর্মের শুরু। বাকি ৯ ইনিংসের মধ্যে তিনবারই শূন্য রানে আউট হলেন তিনি। অন্য ৬ ইনিংসে তার সংগ্রহ – ৩৭, ২, ৬, ৫, ২ ও ৯।

এমন বাজে ফর্মের কারণে তামিম ইকবাল ও সাকিব আল হাসানের চেয়ে ব্যাটিং গড় কমে গেছে টেস্ট স্পেশালিস্ট মুমিনুলের। এমন সব পরিসংখ্যান দেখেও নিজের ব্যাটিং নিয়ে উদ্বিগ্ন নন; এমনটাই বারবার বলেছেন মুমিনুল।

২৩ রানে ৪ উইকেট নেই, ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কায় বাংলাদেশ

১৪১ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাটিংয়ে নেমেই বিপাকে বাংলাদেশ। ৯.১ ওভারে মাত্র ২৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ইনিংস পরাজয়ে শঙ্কিত টাইগাররা।

আসিথ ফার্নন্দো ও কাসুন রাজিথার গতির মুখে পড়ে একের পর এক সাজঘরে ফেরেন তামিম ইকবাল, মুমিনুল হক সৌরভ ও মাহমুদুল হাসান জয়। রান আউট হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

স্কোর বোর্ডে ১৫ রান জমা হতেই উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন তামিম ইকবাল। ১১ বল মোকাবেলা করে রানের খাতা খোলার সুযোগ পাননি দেশ সেরা এই ওপেনার।

অহেতুক রান আউট হন নাজমুল হোসেন শান্ত। আসিথা ফার্নান্দোর বল পয়েন্টে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকিতে রান নিতে গিয়ে বিপদে পড়েন তিনি। ১১ বলে মাত্র ২ রান করেই রান আউট হন নাজমুল হোসেন শান্ত।

শান্ত আউট হওয়ার পর সাজঘরে ফেরেন মাহমুদুল হাসান জয়। দুইবার লাইফ পেয়েও নিজের ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি এই তরুণ। আসিথা ফার্নান্দোর বাউন্সারে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন।

আবারও ব্যর্থ মুমিনুল হক সৌরভ। উইকেটে যেন টিকতেই পারছেন না তিনি। কাসুন রাজিথার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ড্রাইভ করেন মুমিনুল। ব্যাটের সামনে থেকে লাফিয়ে ওঠে বল জমা পড়ে কিপারের গ্লাভসে। জোরালো আবেদন করেন শ্রীলংকান ফিল্ডাররা।

আম্পায়ার তাতে সাড়া না দিলে রিভিউ নেন দিমুথ করুনারত্নে। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, মুমিনুলের ব্যাটে হালকা স্পর্শ করেছে বল। ২ বল খেলে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরলেন মুমিনুল। টেস্টে এ নিয়ে টানা ৭ ইনিংস দুই অঙ্কে যেতে পারলেন না বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

প্রথম ইনিংসের মতো আবারও চরম বিপর্যয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিং। চতুর্থ দিনের একিবারে শেষ বিকেলে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩৪ রানে। প্রথম ইনিসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও দুই সেঞ্চুরিয়ান মুশফিকুর রহিম ও লিটন কুমার দাস।

চট্টগ্রাম টেস্টে দাপটের সঙ্গে ড্র করলেও ঢাকা টেস্টে পরাজয়ের শঙ্কায় বাংলাদেশ দল। টাইগারদের করা ৩৬৫ রানের জবাবে ১৪১ রানের লিড নিয়ে ৫০৬ রানে প্রথম ইনিংস থামে শ্রীলংকার।

ঢাকা টেস্টে পরাজয় এড়াতে হলে বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনের শেষ বিকেলে (আনুমানিক) ২৭ ওভার এবং শুক্রবার পুরোদিন ব্যাট করতে হবে মুমিনুলদের। এর ব্যতিক্রম হলে পরাজয়ের ভয় রয়েছে স্বাগতিকদের। তবে বৃষ্টিতে যদি এক বা একাধিক সেশনের খেলা ভেসে যায় তাহলে হার এড়ানোর আরও একটু সুযোগ রয়েছে।

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথম ইনিংসে

ব্যাটিংয়ে নেমে ২৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চরম বিপর্যয়ে পড়ে যায় স্বাগতিক বাংলাদেশ। কিন্তু মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাসের দায়িত্বশীলতায় শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ রান তুলতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। ১৭৫* ও ১৪১ রান করে করেন মুশফিকুর রহিম ও লিটন কুমার দাস।

জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে অধিনায়ক করুনারত্নের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৯৫ রান করে ফেরেন ওশাদা ফার্নান্দো (৫৭)। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের একেবারে শেষ মুহূর্তে আউট হন কুশাল মেন্ডিস। এরপর নাইটওয়াচম্যান হিসেবে ব্যাটিংয়ে নামা কাসুন রাজিথাকে সঙ্গে নিয়ে ২ উইকেট ১৪৩ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেন দিমুথ করুনারত্নে।

বুধবার তৃতীয় দিনের শুরুতেই দলকে সাফল্য এনে দেন এবাদত হোসেন। নাইটওয়াচম্যান কাসুন রাজিথাকে দিনের দ্বিতীয় বলেই ফিরিয়ে দেন এই পেসার। এরপর মাত্র ১০ রানের ব্যবধানে সাকিবের দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে ফেরেন লংকান অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। সাজঘরে ফেরার আগে ১৫৫ বলে ৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০ রান করে ফেরেন তিনি।

লাঞ্চের ঠিক আগে শুরু হয় বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে ভেসে যায় দ্বিতীয় সেশনের খেলা। বিকাল ৪টার শুরু হয় খেলা। ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ১০২ রানের জুটি গড়েন ম্যাথিউস। ফিফটি তুলে নেওয়া ধনঞ্জয়াকে ফেরান সাকিব।

চট্টগ্রাম টেস্টে পরপর দুই ইনিংসে ৬ ও ৩৩ রানে সাকিবের স্পিনে বিভ্রান্ত হওয়া ধনাঞ্জয়া ঢাকায় সাকিবের শিকার হওয়ার আগে করেন ৫৮ রান। বৃহস্পতিবার ৫৮ ও ১০ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নেমে জোড়া সেঞ্চুরি তুলে নেন শ্রীলংকার সাবেক দুই অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ও দিনেশ চান্দিমাল। ষষ্ঠ উইকেটে ম্যাথিউস-চান্দিমাল ৪১৫ বল মোকাবেলা করে ১৯৯ রানের জুটি গড়েন।

পাঁচ উইকেটে ৪৬৫ রান করা শ্রীলংকা এরপর মাত্র ৪১ রানে হারায় ৫ উইকেট। ২১৯ বল মোকাবেলা করে ১১টি চার আর এক ছক্কায় ১২৪ রান করে এবাদতের শিকারে পরিণত হন দিনেশ চান্দিমাল। উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নিরশন ডিকভেলাকে দুই অঙ্কের ফিগার রান করতে দেননি সাকিব। ১১ বলে ১০ রানে এবাদতের শিকার হন রমেশ মেন্ডিস।

প্রাভিন জয়াবিক্রমাকে নিজের পঞ্চম শিকারে পরিণত করেন সাকিব। আসিথা ফার্নান্দোকে সাকিব-মুশফিক রান আউটের ফাঁদে ফেললে ৫০৬ রানে অলআউট হয় শ্রীলংকা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ১১৬.২ ওভার ৩৬৫/১০ রান (মুশফিক ১৭৫*, লিটন ১৪১; কাসুন রাজিথা ৫/৬৪, আসিথা ফার্নান্দো ৪/৯৩)।

শ্রীলংকা ১ম ইনিংস: ১৬৫.১ ওভার ৫০৬/১০ রান (অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ১৪৫*, দিনেশ চান্দিমাল ১২৪, দিমুথ করুনারত্নে ৮০, ওশাদা ফার্নান্দো ৫৭, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৫৮; সাকিব ৫/৯৬, এবাদত ৪/১৪৮)।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মহাজনপুর ইউপি চাম্পিয়ন

উপজেলা পর্যায়ে মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে (অনুর্ধ্ব-১৭) বালক ফাইনাল খেলায় মহাজনপুর ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে এ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ কে ২-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলায় মহাজনপুর ইউনিয়ন অনূর্ধ্ব (১৭) দলের হয়ে লিংকন ও নাঈম গোল দুটি করেন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সুজন সরকার উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও বিজিত দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশের হাসিবুল, টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতা হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশের ১০ নম্বর জার্সিধারী সাব্বির, ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট

হয়েছেন মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশের ১০ নম্বর জার্সিধারী গাফফার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুদ্দীন, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই উত্তম, ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসেম আলীসহ শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল পরিমান দর্শক।

খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফারাহ হোসেন লিটন,সহকারী রেফারি হিসাবে ছিলে মাহবুবুল হক ও আক্কাস আলী। ম্যাচের ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামীম শিশির।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট বালক (অনুর্ধ্ব-১৭) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হয়রত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সফিউল কবির ইউছুফ, দামুড়হুদা প্রেসকিলাবের অর্থ সম্পর্কে সমাসের আলী, ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, ইউপি সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

দ্বিতীয় দিনের ম্যাচে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ, বনাম দর্শনা

পৌরসভা খেলাটি নির্ধারিত সময়ে মধ্যে কোনো গোল না হওয়াই খেলাটি ট্রাইবেকারে চলে যায়, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ ট্রাইবেকারে ৩ গোলের ব্যবধানে দর্শনা পৌরসভার দলকে পরাজিত করে, দ্বিতীয় খেলাটি কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ বনাম নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ খেলাটি হয় নিধারিত সময়ে মধ্যে কোনো গোল না হওয়াই ট্রাইবেকারে গড়ায়। ট্রাইবেকারে কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ ২ গোলের ব্যবধানে নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের দল জয় লাভ করে, খেলাটি পরিচালনা করেন শহিদ আজম সদু, ইউছুফ ম্যাষ্টার, খোকন মাষ্টার।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধন

উপজেলা পর্যায়ে মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনুর্ধ্ব-১৭) বালক এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি সুজন সরকার।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সম্পাদক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান, উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালি ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম রবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিপুল পরিমান দর্শক।

উদ্বোধনী খেলায় একদিকে অংশ গ্রহন করে দারিয়াপুর ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ অন্যদিকে অংশগ্রহন করে মোনাখালি ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ। খেলা নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠাতি হয়। ট্রাইবেকারে দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশকে ৪-৩ গোলে পরাজিত করে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ।

দিনের দ্বিতীয় খেলায় একদিকে অংশগ্রহণ করে বাগোয়ান ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ অপরদিকে অংশগ্রহণ করে মহাজনপুর ইউনিয়ন (অনূর্ধ্ব১৭) একাদশ। দ্বিতীয় খেলাটি নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ গোলে ড্র হলে খেলাটি ট্রাইবেকারে গড়াই।

ট্রাইবেকারে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ ৬-৫ গোলে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে। আগামী ২৩ তারিখ সোমবার মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ ও মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ এর মধ্য ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

খেলায় রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফারাহ হোসেন লিটন, সহকারী রেফারি হিসাবে ছিলেন আশিকুজ্জামান ও আব্দুল কুদ্দুস। ম্যাচের ধারা ভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামীম শিশির।

ঢাকা টেস্টে খেলা হচ্ছে না নাঈম হাসানের

জাতীয় ক্রিকেট দলে আবারও ইনজুরির হানা। গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া চট্টগ্রাম টেস্টে দুর্দান্ত বোলিং করা নাঈম হাসান আবারও চোটে পড়েছেন। আঙুলের চোটের কারণে তিনি আগামী ২৩ মে থেকে শুরু হতে যাওয়া ঢাকা টেস্টে খেলতে পারবেন না। এ এই তরুণ অফ স্পিনারের ডানহাতের একটা আঙুলের হাড় সরে গেছে।এক্সরেতে চিড়ও ধরা পড়েছে।

চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিনে নিজের বোলিংয়ে ফিল্ডিং করতে গিয়ে নাঈম ডানহাতের মধ্যমায় আঘাত পান। তিনি শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নের স্ট্রেট ড্রাইভ থামাতে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা বলটি তার আঙুলে আঘাত করে। বৃহস্পতিবার এক্স-রে করানোর পর

জানা যায়, নাঈমের আঙুলটি ভাঙা। তবু ব্যথা নিয়ে চট্টগ্রাম টেস্টের পঞ্চম দিন বোলিং করে গেছেন নাঈম।

১৫ মাস পর ক্রিকেটে ফিরে দারুণ ফর্মে ছিলেন ২২ বছরের নাঈম। চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩০ ওভার বল করে ৪টি মেডেনসহ ১০৫ রানে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। যা তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। বিসিবি জানিয়েছে, আঙুলের চোট সারতে নাঈমের এক মাসের মতো সময় লাগবে। তাই শ্রীলংকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে তার আর খেলা হচ্ছে না।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টূর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ-১৭)২০২২ আয়োজন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে এ সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান,এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান সহ উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংবাদকর্মিরা উপস্থিত

ছিলেন।

আগামী ২১ ও ২৩ মে দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্ট মুজিবনগর কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।মুজিবনগর উপজেলার ৪ ইউনিয়নের অনূর্ধ-১৭ খেলোয়ার এই খেলায় অংশগ্রহন করতে পারবে।

ভিলাকে হারিয়ে শিরোপার লড়াই ধরে রাখল লিভারপুল

আগের ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ড্র করে লিগ শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। এর পর গত রাতে ভিলা পার্কে শুরুতে পিছিয়ে পড়ায় শঙ্কার মেঘ উঁকি দিয়েছিল। তবে জোয়েল মাতিপ ও সাদিও মানের গোলে সে মেঘ উড়িয়ে দিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপার আশা এখনও বাঁচিয়ে রাখল লিভারপুল।

দলের টপ স্কোরার মোহামেদ সালাহকে বেঞ্চে রেখে শুরুর একাদশ সাজান লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে সাদিও মানে, দিয়েগো জোতা ও লুইস দিয়াসের কাঁধে। কিন্তু তারা নিজেদের মেলে ধরার আগেই লিভারপুলের রক্ষণে চাপ দিয়ে গোল আদায় করে নেয় অ্যাস্টন ভিলা।

তৃতীয় মিনিটে ওলি ওয়াটকিন্সের শট আলিসন ফেরানোর পরের আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় স্টিভেন জেরার্ডের দল। লুকাস দিনিয়ের ক্রসে লুইসের হেড ফেরালেও গ্লাভসে জমাতে পারেননি আলিসন। আলগা বল ফিরতি শটে জালে উড়িয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ডগলাস লুইস।

পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা অবশ্য দ্রুতই সামলে নেয় লিভারপুল। তিন মিনিট পর আর্নল্ডের ক্রস ঠিকঠাক ক্লিয়ার করতে পারেননি অ্যাস্টন ভিলার টাইরন মিঙ্গস। সেই বল চলে যায় ভার্জিল ফন ডাইকের পায়ে। ডাচ এই ডিফেন্ডার পাস বাড়ান ডি-বক্সে। নিখুঁত টোকায় গোল করেন মাতিপ।

আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের এই উত্তাপ অবশ্য টিকেনি বেশিক্ষণ। সমতায় ফেরার পর থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে আধিপত্য করতে থাকে লিভারপুল। তবে প্রথমার্ধে আর গোল করতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অ্যালেক্সান্ডার-আর্নল্ডের ফ্রি কিক পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আর ৬৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের লং পাস ধরে বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান দিয়াস, ফ্লিক হেডে জাল খুঁজে নেন সাদিও মানে। এই মৌসুমে এটি মানের ২২তম গোল।

শেষ দিকে ড্যানি ইঙ্গস জোরালো শটে লিভারপুলের জালে বল জড়িয়েছিলেন। কিন্তু এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড আগে থেকেই অফসাইডে থাকায় হয়নি গোল। শেষ পর্যন্ত ওই ২-১ গোলে হার নিয়েই ঘরের মাঠ ছাড়তে হয় ভিলাকে।

৩৫ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে একাদশ স্থান আছে অ্যাস্টন ভিলা। আর ৩৬ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে সিটি। তবে তারা এক ম্যাচ কম খেলেছে এবং লিভারপুল থেকে তাদের গোল ব্যবধানও বেশি।

পা কেটে ২৭ সেলাই, মাশরাফি বললেন ‘আলহামদুলিল্লাহ’

নিজের বাসায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক তারকা অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। ছোটখাটো দুর্ঘটনা নয়; জরুরিভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাকে। কেটে গেছে তার পা, তাতে সেলাই পড়েছে ২৭টি।

বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তবে এমন দুর্ঘটনাকবলিত হয়েও বিচলিত নন ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’।

মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন এই বলে যে, আল্লাহর কাজ সব ভালো। ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন মাশরাফি। ভক্ত-অনুরাগীদের দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন।

বাংলাদেশের সফল অধিনায়ক লিখলেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী। আলহামদুলিল্লাহ সবার দোয়ায় ভালো আছি এখন। চিন্তা করার মতো গুরুতর অবস্থায় আপাতত নাই ইনশাল্লাহ। কিছু দিন বেড রেস্টে থাকতে হবে।’

অনুরাগীদের কাছে দোয়াও চাইতে ভুললেন না মাশরাফি।

তিনি বললেন, ‘অনেকেই মেসেজ দিয়েছেন, ফোন করে জানতে চেয়েছেন। আপনাদের সবাইকে জানাতে পারিনি বলে দুঃখিত। সবাই দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ, আল্লাহর কাজ সব ভালো।’

শনিবার নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন মাশরাফি। সেখানে কাচের টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তার। টেবিলে ধাক্কা লাগায় ওপর থেকে তার পায়ের পেছন দিকে কাচ পড়ে। এতে বেশ খানিকটা অংশ কেটে যায়।

দুর্ঘটনার পর তাকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।